গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন অধিশাখা
www.mowr.gov.bd

বিষয় : "৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভুত সমস্যাদি পর্যালোচনা ও ইহার কার্যকর সমাধান বিষয়ে সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব কবির বিন আনোয়ার, সচিব
তারিখ	:	৩০ জুন ২০১৯
স্থান	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ
সময়	:	বেলা ১১.০০ টা
উপস্থিত সদস্যবৃন্দঃ	:	পরিশিষ্ট 'ক'।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন যে, প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশের নদীগুলো বিপুল পরিমাণ পলি (Sediment) বহন করে এবং পলি জমার ফলে নদীর পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। ড্রেজিং বা পুনঃখননের মাধ্যমে নদীগুলোর স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বজায় রাখা তথা ইকো-সিস্টেম পুনরুদ্ধার করার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। "৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান-২১০০ বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ। দেশের সার্বিক অগ্রগতির জন্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক আশা আকাঙ্খা ও সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ের প্রতি তিনি আলোকপাত করেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তারা নিষ্ঠা ও সক্রিয়তার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

০২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ ও জলঢাকা উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত ধাইজান নদীর দৈর্ঘ্য ২৮.৩৮ কিমিঃ এবং এটি দড়িভেজা বিল নামক জলাভূমি থেকে উৎপত্তি হয়ে যমুনেশ্বরী নদীতে পতিত হয়েছে। নদীটির পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হলে এবং বর্ষার শুরুতে পানি প্রবাহ হলে দেখা যায় যে, ধাইজান নদীর উপর নির্মিত সেতু ও কালভার্টগুলির Foundation এর নীচ দিয়ে Sub surface flow হচ্ছে এবং Foundation এর তলার মাটি সরে যাচ্ছে। কয়েকটি স্থানে এ অবস্থা বর্তমানে আশংকাজনক। এর ধারাবাহিকতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণায়ের যুগ্ম প্রধান আলোচনায় অংশ নিয়ে জানান যে, সম্প্রতি গোটা দেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে জাইকা সাহায্যপুষ্ট সর্ব্বোচ ১৫ মিঃ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবং ১২ ফুট উচ্চতার বহু সংখ্যক সেতু/কালভার্টের দরপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে, যার একটি বড় অংশ উপর্যুক্ত প্রকল্পের ছোট নদী, খাল এবং জলাশয় এর উপর নির্মাণ করা হবে। বিষয়টি নিয়ে বাপাউবো এর চীফ প্ল্যানিং, বিআইডব্লিউটিএ এর প্রতিনিধি এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তারা অবকাঠামোর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সর্ব্বোচ পানি প্রবাহ, নৌ যোগাযোগের বিষয় বিবেচনায় নিয়ে এ সব খাল/নদীর উপর নির্মিতব্য সকল সেতু/কালভার্টের নকশা তৈরী করার জন্য অনুরোধ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় সভার সভাপতি পুনঃখননকৃত ছোট নদী/খালের উপর নির্মিত ও নিমির্তব্য ব্রীজ/কালভার্টের ফাউন্ডেশনের stability, ব্রীজ বা কালভার্টের উপযোগিতা, ব্রীজ কোড অনুসরণপূর্বক ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ বিষয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবানের পরামর্শ দেন।

০৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, অত্র প্রকল্পের আওতাধীন ছোট নদী/খালের গতিপথের মধ্যে ব্যক্তি মালিকাধীন জমি বিদ্যমান থাকায় পুনঃখনন কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্প পরিচালক জানান যে, নদী/খালের দুই পাড়ে অবৈধ স্থাপনা এবং নদী/খালের গতিপথের মধ্যে হাইওয়ে, গ্রামীণ ফোন টাওয়ার, পিডিবির বৈদ্যুতিক খুঁটি নির্মিত হওয়ায় প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। সভার সভাপতি নদী/খালের গতিপথের মধ্যে গ্রামীণ ফোন টাওয়ার, পিডিবির বৈদ্যুতিক খুঁটি, ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি, হাইওয়ে এবং নদী/খালের দুই পাড়ে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ বিষয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবানের উপর অভিমত ব্যক্ত করেন।

০৪। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পুনঃখননকৃত নদী/খালের খননকৃত মাটি অধিকাংশ সাইটে দুই পাড়ে স্তুপাকার অবস্থায় রাখা হয়েছে যা বর্ষায় ধুয়ে আবারও নদী/খালে এসে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া নদী/খালের দুই পাড়ে Turfing ও বৃক্ষরোপনের কাজ শুরু হয়নি। সভার সভাপতি জানান, জেলার যে সকল ছোট নদী/খালের পুনঃখনন কাজ আংশিক বা পূর্ণ সমাপ্ত হয়েছে, সে সব ছোট নদী/খালের দুই পাড় যথোপযুক্তভাবে Levelling/ Dressing করে পাড়ের ঢালে ঘাস লাগাতে এবং পাড়ের উপর বৃক্ষরোপন করতে হবে।

০৫। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, নদী/খালের খননকৃত মাটি দুই পাড়ে রাখার ফলে জমি হতে বৃষ্টি/বর্ষার পানি নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। তিনি আরও জানান, কোন কোন স্থানে পাড়ের মাটি কেটে জমি থেকে বর্ষার পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক করা হয়েছে। ফলে জনসাধারণের চলাচলের ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে। সভাপতি জমি হতে বৃষ্টি/বর্ষার পানি নিষ্কাশনের জন্যে খালের পাড়ে ডিজাইন মোতাবেক আরসিসি পাইপ স্থাপনের পরামর্শ দেন।

০৬। বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী সভায় জানান যে, ছোট নদী/খালের দুই পাড়ে বনজ, ঔষধি বা ফলজ বৃক্ষের মধ্যে কোন প্রজাতির গাছ রোপন করা হবে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ছায়াদানকারী বৃক্ষ জমিতে ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটাবে। সভাপতি পুনঃখননকৃত ছোট নদী/খালের পাড়ে ১ কিঃমিঃ পর পর ছায়াদানকারী বৃক্ষ রোপন করার বিষয়ে অভিমত দেন। তবে ফসলী জমির যাতে কোন ক্ষতি সাধন না হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

০৭। প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, বিভিন্ন অধিদপ্তর নদীর মরফোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্য বিবেচনা না করে অপরিকল্পিতভাবে নদীর ড্রেজিং/পুন:খনন কাজ করায় নদী ভাঙন প্রবণতা বাড়ছে। সভার সভাপতি জেলার বিভিন্ন নদী/খালের স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বজায় রাখতে ড্রেজিং/পুনঃখনন কাজ করার ক্ষেত্রে জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

০৮। প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, বিভিন্ন অধিদপ্তর/সংস্থা নদীর উপর ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের সময় সর্বোচ্চ পানি প্রবাহ, নদীর প্রস্থ ও গভীরতা, নৌ-যোগাযোগ উপযোগিতা, মাটির ভার বহন ক্ষমতা বা এর বৈশিষ্ট্য, scouring depth সংশ্লিষ্ট কারিগরি দিকগুলো বিবেচনায় না আনায় এ বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। সভাপতি কোন নদীর উপর ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের পূর্বে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মতামত গ্রহণের পরামর্শ দেন।

০৯। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, দেশের যে সব অঞ্চলে 'মৎস্য অভয়াশ্রম' চিহ্নিত করা আছে সে সব নদী/খাল পুনঃখননে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা না করলে মাছের অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হতে পারে। সভাপতি দেশের যে সকল অঞ্চল 'মৎস্য অভয়াশ্রম' হিসেবে চিহ্নিত রয়েছে, সে সকল অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মোতাবেক পুনঃখনন করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এরুপ কোন ম্যাপ থাকলে তা এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সভাপতি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন।

১০। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক্রঃ	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	পুনঃখননকৃত ছোট নদী/খালের উপর নির্মিত ও নিমির্তব্য ব্রীজ/কালভার্টের ফাউন্ডেশনের stability, ব্রীজ বা কালভার্টের উপযোগিতা, ব্রীজ কোড অনুসরণপূর্বক ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ বিষয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২	নদী/খালের গতিপথের মধ্যে গ্রামীণ ফোন টাওয়ার, পিডিবির বৈদ্যুতিক খুঁটি, ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি, হাইওয়ে এবং নদী/খালের দুই পাড়ে অবৈধ স্থাপনা অপসারণ বিষয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৩	জেলার যে সকল ছোট নদী/খালের পুনঃখনন কাজ আংশিক বা পূর্ণ সমাপ্ত হয়েছে, সে সব ছোট নদী/খালের দুই পাড় যথোপযুক্তভাবে Levelling/ Dressing করে পাড়ের ঢালে ঘাস লাগাতে হবে এবং পাড়ের উপর বৃক্ষরোপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো/প্রকল্প পরিচালক, বাপাউবো।
৪	ব্যক্তিমালিকানাধীন জমিতে রক্ষিত নদী/খালের খননকৃত মাটি সরানোর ব্যয়সহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অন্যান্য বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করে ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। ২য় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নুতন ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, বাপাউবো।

৫	জমি হতে বৃষ্টি/বর্ষার পানি নিষ্কাশনের জন্য খালের পাড়ে ডিজাইন মোতাবেক আর, সি,সি পাইপ স্থাপন করতে হবে।	মহাপরিচালক, বাপাউবো/প্রকল্প পরিচালক, বাপাউবো।
৬	পুনঃখননকৃত নদী/খালের ১ কিঃমিঃ পরপর ছায়াদানকারী বৃক্ষ রোপন করতে হবে। এক্ষেত্রে ফসলী জমির যাতে কোন ক্ষতি সাধিত না হয়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।	বিএডিসি, কৃষি মন্ত্রণালয়/বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/প্রকল্প পরিচালক, বাপাউবো।
৭	জেলার বিভিন্ন নদী/খালের স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বজায় রাখতে ড্রেজিং/পুনঃখনন কাজ করার ক্ষেত্রে জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে।	বাপাউবো/জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কমিটি (সকল)
৮	কোন নদীর উপর ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্মাণকারী সংস্থা/অধিদপ্তর/মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পূর্ব পরামর্শ/মতামত গ্রহণ করবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/সেতু বিভাগ/রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৯	দেশের যে সকল অঞ্চল 'মৎস্য অভয়াশ্রম' হিসেবে চিহ্নিত, সে সকল অঞ্চলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মোতাবেক নদী/খাল পুন:খনন করতে হবে। এ বিষয়ে 'মৎস্য অভয়াশ্রম'-এর নির্দিষ্ট ম্যাপ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে সরবরাহ করবে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়/প্রকল্প পরিচালক, বাপাউবো।

উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত
১১/০৭/২০১৯
কবির বিন আনোয়ার
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

৩০ আষাঢ় ১৪২৬

নং-৪২.০০.০০০০.০৫১.১৬.০১৩.১৯-৬০

তারিখ:----------
১৪ জুলাই ২০১৯

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

০১. সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩. চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসাইন টাওয়ার (১২ তলা), বীর প্রতীক গাজী গোলাম দস্তগীর রোড, ১১৬, নয়াপল্টন, ঢাকা।
০৪. সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৬. সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৭. সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮. সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯. সচিব, জ্বালানী বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয, ঢাকা।
১২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৭২ গ্রীণ রোড, ঢাকা।
১৬. প্রধান বন সংরক্ষক, বন ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৭. মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন, ৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।

১৮. চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল, ঢাকা।
১৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
২০. চেয়ারম্যান, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বরেন্দ্র ভবন, রাজশাহী-৬০০০।
২১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
২২. মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ১৩ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী স্মরণী, ঢাকা।
২৩. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
২৪. প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
২৫. যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-১/২), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬. যুগ্ম প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৭. প্রধান পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
২৮. প্রকল্প পরিচালক, "৬৪ টি জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প, মতিঝিল, ঢাকা।
২৯. উপ-সচিব (উন্নয়ন-১ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩০. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩১. প্রোগ্রামার, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।

১৪/৭/১৯

(মো: মমিনুর রহমান)
উপসচিব